# মুসলমান ব্যক্তিগত বিধি (শরিয়ৎ) প্রয়োগ আইন, ১৯৩৭

**১৯৩৭-এর ২৬ নং আইন**

**[১লা জুন, ১৯৮৮ তারিখে যথা-বিদ্যমান]**

**মুসলমানগণের প্রতি মুসলমান ব্যক্তিগত বিধি (শরিয়ৎ) প্রয়োগের বিধান করিবার জন্য আইন।**

[৭ই অক্টোবর, ১৯৩৭]

যেহেতু [১]****মুসলমানগণের প্রতি মুসলমান ব্যক্তিগত বিধি (শরিয়ৎ) প্রয়োগের বিধান করা সঙ্গত;

অতএব এতদ্দ্বারা নিম্নরূপে বিধিবদ্ধ হইলঃ—

সংক্ষিপ্ত নাম ও প্রসার।

১। (১) এই আইন মুসলমান ব্যক্তিগত বিধি (শরিয়ৎ) প্রয়োগ আইন, ১৯৩৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা [২] [জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ব্যতীত] [৩] ****সমগ্র ভারতে প্রসারিত হইবে।

মুসলমানগণের প্রতি ব্যক্তিগত বিধির প্রয়োগ।

২। বিপরীতার্থক যেকোন রীতি বা প্রথা থাকুক তৎসত্ত্বেও, যেক্ষেত্রে পক্ষগণ মুসলমান, সেক্ষেত্রে (কৃষিভূমি সম্পর্কিত প্রশ্নসমূহ ব্যতীত), উইলবিহীন উত্তরাধিকার এবং সংবিদা বা দান বা ব্যক্তিগত বিধির অন্য কোনও বিধান অনুযায়ী দায়াধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অথবা লব্ধ ব্যক্তিগত সম্পত্তি সমেত, স্ত্রীলোকগণের বিশেষ সম্পত্তি, এবং বিবাহ, এবং তালাক, ইলা, জিহার, লিয়ান, খুলা ও মুবারাত সমেত বিবাহ-ভঙ্গ, এবং ভরণপোষণ, দেনমোহর, অভিভাবকত্ব ও দানসমূহ, এবং ন্যাস ও ন্যাস-সম্পত্তিসমূহ, এবং (খয়রাত ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান এবং দাতব্য ও ধর্মীয় উৎসর্জন ব্যতীত) ওয়াকফ্‌সমূহ সম্পর্কে সকল প্রশ্নেই সিদ্ধান্তের নিয়ম হইবে মুসলমান ব্যক্তিগত বিধি (শরিয়ৎ)।

ঘোষণা করিবার ক্ষমতা।

৩। (১) কোন ব্যক্তি, যিনি বিহিত প্রাধিকারীর এই প্রতীতি উৎপাদন করেন যে—

(ক) তিনি একজন মুসলমান, এবং

১৮৭২-এর ১। (খ) তিনি ভারতীয় সংবিদা আইন, ১৮৭২-এর ১১ ধারার অর্থে সংবিদা করিতে সক্ষম, এবং

(গ) তিনি, [৪] [এই আইন যে রাজ্যক্ষেত্রসমূহে প্রসারিত, সেই রাজ্য ক্ষেত্রসমূহের] একজন অধিবাসী,

তিনি বিহিত ফরমে কৃত এবং বিহিত প্রাধিকারীর সমক্ষে দাখিলীকৃত ঘোষণা দ্বারা ঘোষিত করিতে পারিবেন যে তিনি [৫] [এই ধারার বিধানসমূহের] অনুগ্রহ লইতে ইচ্ছুক, এবং তদনন্তর

---

১ "ভারতের প্রদেশসমূহে"—এই শব্দসমূহ এ. ও. ১৯৫০ দ্বারা বাদ দেওয়া হইয়াছে।

২ ১৯৫৯-এর ৪৮ আইন, ৩ ধারা ও তফসিল ১ দ্বারা কতিপয় শব্দের স্থলে (১-২-১৯৬০ হইতে) প্রতিস্থাপিত।

৩ "উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ বাদে"—এই শব্দসমূহ এ. ও. ১৯৪৮ দ্বারা বাদ দেওয়া হইয়াছে।

৪ বিধিসমূহের অভিযোজন (৩ নং) আদেশ, ১৯৫৬ দ্বারা "কোন ভাগ ক রাজ্যের বা কোন ভাগ খ রাজ্যের"—এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

৫ ১৯৪৩-এর ১৬ আইন, ২ ধারা দ্বারা "এই আইনের"—এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

২ ধারার বিধানসমূহ, যেন উহাতে প্রগণিত বিষয়সমূহের অতিরিক্তরূপে দত্তকগ্রহণ, উইল ও উত্তরদান বিনির্দিষ্ট আছে এইভাবে, ঐ ঘোষণাকারী এবং তাঁহার সকল নাবালক সন্তান ও তাঁহাদের বংশধরগণের প্রতি প্রযুক্ত হইবে।

(২) যেক্ষেত্রে বিহিত প্রাধিকারী (১) উপধারা অনুযায়ী কোন ঘোষণা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন, সেক্ষেত্রে ঐরূপ ঘোষণা করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি, রাজ্যসরকার, সাধারণ অথবা বিশেষ আদেশ দ্বারা, এতৎপক্ষে যে আধিকারিককে নিযুক্ত করেন সেই আধিকারিকের নিকট, আপীল করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপ আধিকারিক, যদি তাঁহার প্রতীতি হয় যে আপীলকারী ঐরূপ ঘোষণা করিবার অধিকারী, তাহা হইলে, বিহিত প্রাধিকারীকে উহা গ্রহণ করিতে আদেশ করিতে পারিবেন।

নিয়ম-প্রণয়নের ক্ষমতা।

৪। (১) রাজ্যসরকার এই আইনের উদ্দেশ্যসমূহ কার্যে পরিণত করিবার জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(২) বিশেষতঃ, এবং পূর্বোক্ত ক্ষমতার ব্যাপকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া, ঐ নিয়মাবলী, নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের বা উহার যেকোনটির জন্য ব্যবস্থা করিতে পারে, যথা ঃ—

(ক) যে প্রাধিকারীর সমক্ষে এবং যে ফরমে এই আইন অনুযায়ী ঘোষণা করিতে হইবে, সেই প্রাধিকারী ও সেই ফরম বিহিত করিবার জন্য;

(খ) ঘোষণা দাখিল করিবার জন্য, এবং কোন ব্যক্তির পক্ষে এই আইন অনুযায়ী তাঁহার কর্তব্যসমূহ সম্পাদনক্রমে কাহারও নিজ বাসস্থানে হাজির হইবার জন্য, প্রদেয় ফীসমূহ বিহিত করিবার জন্য; এবং যে সময়ে ঐ ফীসমূহ প্রদেয় হইবে এবং যে প্রণালীতে ঐগুলি উদ্‌গৃহীত হইবে সেই সময় এবং সেই প্রণালী বিহিত করিবার জন্য।

(৩) এই ধারার বিধানসমূহ অনুযায়ী প্রণীত নিয়মাবলী সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইবে এবং তদনন্তর ঐগুলি, যেন এই আইনে লিপিবদ্ধ হইয়াছে এইভাবে, কার্যকর হইবে।

[১][(৪) রাজ্যসরকার কর্তৃক এই আইন অনুযায়ী প্রণীত প্রত্যেক নিয়ম, প্রণীত হইবার পর যথাসম্ভব শীঘ্র, রাজ্য বিধানমণ্ডলের সমক্ষে স্থাপিত হইবে।]

৫। [কোন কোন অবস্থায় আদালত কর্তৃক বিবাহ-ভঙ্গ।] মুসলমান বিবাহ-ভঙ্গ আইন, ১৯৩৯ (১৯৩৯-এর ৮), ৬ ধারা দ্বারা নিরসিত।

নিরসনসমূহ।

৬। নিম্নে উল্লিখিত আইন ও প্রনিয়মসমূহের [২][নিম্নলিখিত বিধানসমূহ], যতদূর ঐগুলি এই আইনের বিধানসমূহের সহিত অসমঞ্জস, ততদূর পর্যন্ত নিরসিত হইবে, যথা ঃ—

(১) ১৮২৭-এর বম্বে রেগুলেশন ৪-এর ২৬ ধারা;

(২) ম্যাডরাস্ সিভিল কোর্টস্ অ্যাক্ট, ১৮৭৩-এর ১৬ ধারা; ১৮৭৩-এর ৩।

[৩]* * * * *

(৪) আউধ লজ অ্যাক্ট, ১৮৭৬-এর ৩ ধারা; ১৮৭৬-এর ১৮।

---

১ ১৯৮৩-র ২০ আইন, ২ ধারা ও তফসিল দ্বারা (১৫.৩.১৯৮৪ হইতে) সন্নিবেশিত।

২ ১৯৪৩-এর ১৬ আইন, ৩ ধারা দ্বারা "বিধানসমূহ"-এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

৩ "(৩) বেঙ্গল, আগ্রা অ্যাণ্ড আসাম সিভিল কোর্টস অ্যাক্ট, ১৮৮৭-র ৩৭ ধারা"—এই সকল বন্ধনী, সংখ্যা ও শব্দ ১৯৪৩-এর ১৬ আইনের ৩ ধারা দ্বারা বাদ দেওয়া হইয়াছে। এই বর্জনের ফলে কার্যতঃ ঐ আইনের ৩৭ ধারার সক্রিয়তা পুনরুজ্জীবিত হইবে।

১৮৭২-এর ৫।

(৫) পাঞ্জাব লজ অ্যাক্ট, ১৮৭২-এর ৫ ধারা;

১৮৭৫-এর ২০।

(৬) সেন্ট্রাল প্রভিন্সেস লজ অ্যাক্ট, ১৮৭৫-এর ৫ ধারা; এবং

১৮৭৭-এর রেগুলেশন ৩।

(৭) আজমীড় লজ রেগুলেশন, ১৮৭৭-এর ৪ ধারা।